Bangladesh Journal of Political Economy

© 2017 Bangladesh Journal of Political Economy
Vol. 31, No. 5, January 2017, pp. 431-444
Bangladesh Economic Association
(ISSN 2227-3182)

পাট শিল্পের বর্তমান সংকট, আর্থ- সামাজিক অবস্থার উপর এর প্রভাব প্রেক্ষিত বাংলাদেশ: (খুলনা-যশোর অঞ্চলের রাষ্ট্রায়ত্ব ৯ টি জুট মিলের পর্যালোচনা)

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম *

সারকথা: *বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটা কৃষি নির্ভর উন্নয়নশীল দেশ। পৃথিবীর মোট উৎপাদিত পাটের ৭৫% এখানে উৎপাদিত হয়। দেশের তিন কোটি মানুষ বিভিন্নভাবে পাটের উপর নির্ভরশীল। এদেশের অর্থনীতির গতি যদিও মন্থর তার পরেও কৃষির উপর নির্ভর করে এখানে কতকগুলো শিল্প গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে পাট শিল্প অন্যতম। বিগত শতাব্দীর পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকে এ ভুখন্ডে অনেকগুলো পাট শিল্প গড়ে ওঠে। মূলত শুরুতে এ প্রতিষ্ঠান গুলোর অধিকাংশের মালিক ছিল পাকিস্থানের মাড়য়ারীরা। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সরকার এগুলোকে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অধীন নিয়ে আসে। তখন রাষ্ট্রয়াত্ব পাটকলের সংখ্যা ছিল ৭৮টি। এর মধ্যে ২০০৪ সাল নাগাত ৬০টির মত কারখানা লোকসানের অযুহাতে বিরাষ্ট্রীয় করণ, আংশিক বা পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়া হয়। আন্তর্জাতিক বাজারে পাটজাত পণ্যের চাহিদা ক্রমে বাড়ছে। মাঝে রপ্তানী তৎপরতা কম থাকলেও চলতি অর্থ বছরের প্রথম নয় মাসে পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের চেয়ে রপ্তানী চল্লিশ শতাংশ বেড়েছে। অবশ্য ২০০০ সালের পর থেকে বিভিন্ন সময়ে এ শিল্প নানা সংকটের মধ্যে অতিক্রম করছে। এতে অথনৈতিক সর্বোপরি, রাজনৈতিক সামাজিক সংকটের সৃষ্টি করছে। খুলনা যশোর অঞ্চলে বর্তমানে বি.জে.এম.সি-র নিয়ন্ত্রিত জুট মিলের সংখ্যা ৯টি। যেগুলো চালু আছে তার অবস্থাও সংকটাপন্ন। পাট শিল্পের এ দুরবস্থার কারণ এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর এর প্রভাব সম্পর্কে জানা এ প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য।*

উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য ঃ

- পাট এবং পাট শিল্পের অতীত এবং বর্তমান সম্পর্ক বিশ্লেষণ।
- পাট ও পাট শিল্পের সাথে কৃষি অর্থনীতির যোগসূত্র বিশ্লেষণ।
- পাটের বর্তমান অবস্থার বিস্তারিত বিশ্লেষণ এবং সমস্যা চিহ্নিত করা।
- পাট ও পাট শিল্পের বর্তমান অবস্থায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব পর্যলোচনা।
- ভবিষ্যতের সম্ভাবনার দিকটি খুঁজে দেখা এবং সুপারিশমালা তৈরি করা।

* আলোচ্য প্রবন্ধে মূলতঃ মাধ্যমিক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম বাংলাদেশের বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমীক্ষা। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো থেকে প্রকাশিত তথ্য। বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পত্রিকা এবং প্রকাশনা। এ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় সেমিনারে উপস্থাপিত নানান। এছাড়াও, সরাসরি পাট শিল্পের কর্মকর্তা কর্মচারী ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্ব, ভুক্তভোগী শ্রমিক এবং অন্যান্য পেশাজীবিদের সাথে ছোট দলে নিবিড় অনুসন্ধানের মাধ্যমে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।

১. ভূমিকা ঃ

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম প্রধান পাট উৎপাদনকারী দেশ। বিশ্বের সবচেয়ে ভালমানের পাট এখানে উৎপাদিত হয়। পৃথিবীর মোট উৎপাদিত পাটের ৭৫ ভাগ এখানে উৎপাদিত হয়। এ দেশের তিন কোটি মানুষ বিভিন্নভাবে পাটের উপর নির্ভরশীল। বিগত শতাব্দীর পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে এ ভূখন্ডে পাট শিল্প গড়ে ওঠে। স্বাধীনতার পর বি.জে.এম.সি-র নিয়ন্ত্রিত ৭৮ টি পাটকল ছিল। তখন লাভজনক ছিল। সম্প্রতি এ শিল্পের বিপর্যয় নেমে আসে। লোকসানের অজুহাতে ২০০৪ সাল নাগাদ ৬০ টির মত কারখানা বিরাষ্ট্রীয়করণ, আংশিক বা পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়া হয়। যেগুলো চালু আছে সেখানেও বকেয়া মজুরীর কারণে শ্রমিক অসন্তোষসহ বহুবিধ কারণে, উৎপাদন ব্যহত হচ্ছে। বি.জে.এম.সি-র ঢাকা, চট্টগ্রাম সহ খুলনা অঞ্চলের ৯টি জুট মিলের শ্রমিকেরা মজুরী সহ বেশকিছু দাবীতে আন্দোলন অব্যাহত রেখেছে। তাদের জীবন জীবিকা সংকটাপন্ন।

পাট চাষের ইতিকথা

পৃথিবীর দুই শতাধিক দেশের মধ্যে ১২টি খানেক দেশে বাণিজ্যিকভাবে পাটের আবাদ হয়ে থাকে। পাট উৎপাদনকারী দেশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বাংলাদেশ, ভারত, চীন, নেপাল, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া ও ব্রাজিল। তবে, এক সময় বাংলাদেশ বাণিজ্যিক দিক থেকে এক্ষেত্রে একচেটিয়া সুবিধাপ্রাপ্ত দেশ হিসেবে বিবেচিত হত। বিশ্ব বাজারের ৮০% পাট আমাদের দেশ থেকে সরবরাহ করা হত। বিগত শতাব্দির ৭০ এর দশকের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত এক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল শীর্ষে । ১৯৭৮ সাল নাগাদ ভারত পাট উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমাদের দেশকে ছাড়িয়ে যায় এবং প্রথম স্থান দখল করে। আমাদের অবস্থান দ্বিতীয়। বাণিজ্যিকভাবে আমাদের এ অঞ্চলের পাট চাষের সূচনা করে বৃটিশরা। ১৮৭৩ সালে এইচ. সি কারকে চেয়ারম্যান করে পাট বিষয়ক একটি কমিশন গঠন করে বৃটিশ শাষক গোষ্ঠী। এই কমিশন পাট চাষের সূচনা এবং বিস্তৃতি সম্পর্কে জেলা কর্মকর্তাদের কাছে প্রতিবেদন চেয়ে পাঠায়। কমিশন বাংলায় পাটচাষ এবং ব্যবসার উপর প্রতিবেদন শিরোনামে ১৮৭৭ সালে প্রাপ্ত তথ্যাদি প্রকাশ করে। এ প্রতিবেদনের তথ্য থেকে দেখা যায় ঊনবিংশ শতকের ৪ এর দশক ও তার কাছাকাছি সময়ে বাংলাদেশের রংপুরে পাটের আবাদ শুরু হয়। ক্রমশ তা সারাদেশে বিস্তার লাভ করে। এরই ধারাবাহিকতায় পাট চাষের সাথে জড়িয়ে পড়ে এ ভূ-খন্ডের কৃষক। কৃষি অর্থনীতিতে জায়গা দখল করতে থাকে সোনালী আঁশ। এভাবেই পরবর্তীতে গড়ে ওঠে পাট শিল্প।

পাট ও পাট শিল্প

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম প্রধান পাট উৎপাদনকারী দেশ। এদেশের ২০ লক্ষ একর জমিতে প্রতি বছর প্রায় ৫১ লক্ষ বেল পাট উৎপাদিত হয়। যা পৃথিবীর মোট উৎপাদিত পাটের প্রায় ৭৫%। পাটের উপর দেশের প্রায় তিন কোটি মানুষ বিভিন্নভাবে নির্ভরশীল। তা সত্ত্বেও ১৯৫১ সালের আগে পর্যন্ত এভূখন্ডে কোন পাট শিল্প গড়ে ওঠেনি। ১৯৫১ সালে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় পৃথিবীর সর্ববৃহৎ পাট কল আদমজি জুট মিল। ধারাবাহিকভাবে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী এবং খুলনা অঞ্চলে পাট কল গড়ে ওঠে। বর্তমানে চালু পাটকলগুলোতে তৈরি প্রায় পাঁচ লক্ষ মে.টন পাটজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী করে প্রায় তিনশ মিলিয়ন ডলার আয় হয়। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক বাজারে পাট ও পাটজাত পন্যের চাহিদা ও দাম বেড়েছে। স্বাধীনতাউত্তর রাষ্ট্রায়ত্ব পাটকল ছিল ৭৮টি । ২০০৪ সাল নাগাদ লোকসানের অজুহাতে বিরাষ্ট্রীয়করণ করা হয় প্রায় ৬০টি। বর্তমানে বি.জে.এম.সি-র অধীন পাটকলের সংখ্যা ২২টি। গত শতাব্দির ৬০ এর দশকে গড়ে ওঠা খুলনা/যশোর অঞ্চলের বি.জে.এম.সি-র নিয়ন্ত্রিত ৯টি পাট কলের অবস্থা সংকটাপন্ন। শ্রমিকদের জীবন-জীবিকা দুর্বিসহ।

খুলনা যশোর অঞ্চলের বি.জে.এম.সি-র নিয়ন্ত্রিত ৯টি জুট মিল ও তার বর্তমান পরিস্থিতি ঃ

মজুরীর সাথে শ্রমিকের জীবন জীবিকার সম্পর্ক নিবিড়। একজন শ্রমিক তার কায়িক এবং মানষিক শ্রমের যদি যথাযথ মূল্যায়ন থেকে বঞ্চিত হয় তাহলে উৎপাদন যেমন ব্যাহত হবে তার জীবন জীবিকাও দুর্বিসহ হতে বাধ্য। আমরা লক্ষ্য করি বাংলাদেশে শ্রমিক অসন্তোষ একটা মারাত্মক রূপ ধারন করেছে। বিশেষ করে পাট শিল্পের শ্রমিকেরা মজুরী ও বিভিন্ন দাবিতে উৎপাদন বন্ধ করে আন্দোলনে নেমেছে। এ প্রসংগে খুলনা-যশোর অঞ্চলের রাষ্ট্রায়াত্ব ৯টি জুটমিলের অবস্থা বিশেষন করা হল।

"বি.জে.এম.সি নিয়ন্ত্রিত খুলনা-যশোর অঞ্চলের পাটকল সমূহের প্রতিষ্ঠা, উৎপাদন শুরু, জাতীকরণ এবং তাঁত সংখ্যা"

প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রতিষ্ঠাকাল (সাল)	উৎপাদন শুরু (সাল)	তাঁত সংখ্যা			মোট
			হেসিয়ান	সেকিং	সি.বি.সি	
ক্রিসেন্ট জুট মিলস লিঃ	১৯৫২	১৯৫৪	৬৯৪	৩৩৯	১০৩	১১১৬
প্লাটিনাম জুট মিলস লিঃ	১৯৫৫	১৯৫৮	৬০২	২৭৩	৮২	৯৫৭
পিপল্‌স জুট মিলস লিঃ (খালিশপুর জুট মিল)	১৯৫২	১৯৫৪	৫১৬	৩২৪	৮৩	৯২৩
ইষ্টার্ণ জুট মিলস লিঃ	১৯৬৪	১৯৬৭	১৫৫	১০১	৩৫	২৯১
আলীম জুট মিলস লিঃ	১৯৬৪	১৯৬৮	১৬২	৮৮	-	২৫০
কার্পেটিং জুট মিলস লিঃ	১৯৬৩	১৯৬৫	-	-	৮৬	৮৬
জে.জে.আই	১৯৬৬	১৯৭০	৩০০	১০০	৫৬	৪৫৬
স্টার জুট মিলস লিঃ	১৯৫৬	১৯৫৮	৫৬০	২০০	-	৭৬০
দৌলতপুর জুট মিলস লিঃ	১৯৫৪	১৯৫৫	১৭০	৮০	-	২৫০

টেবিল-১

*** ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির আদেশ ২৭ বলে সংশিষ্ট পাটকল সমূহ জাতীয়করণ করা হয়।**

শ্রমজীবি মানুষের মজুরী ভোগান্তি চলছেই ঃ

(বকেয়া মজুরী/বেতনের হিসাব- আগষ্ট ২০০৬ থেবে ফেব্রুয়ারী ২০০৭ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ের)

প্রতিষ্ঠানের নাম	শ্রমিকদের অপরিশোধিত সাপ্তাহিক মজুরী		কর্মচারীদের অপরিশোধিত বেতন		গত ০৬/০৭ সালের পাওনা ঈদুল আযহার উৎসব বোনাস
	সময়	টাকা	সময়	টাকা	
ক্রিসেন্ট জুট মিলস লিঃ	১১ সপ্তাহ	৫ কোটি ৭৯ লক্ষ	৪ মাস	১ কোটি ৮০ লক্ষ	২ কোটি ৩ লক্ষ টাকা
প্লাটিনাম জুট মিলস লিঃ	১৪ সপ্তাহ	৬ কোটি ৭৭ লক্ষ	৫ মাস	১ কোটি ৭৯ লক্ষ	২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা
পিপল্‌স জুট মিলস লিঃ (খালিশপুর জুট মিল)	১৬ সপ্তাহ	৬ কোটি ৬ লক্ষ	৬ মাস	২ কোটি ১৫ লক্ষ	১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা
ইষ্টার্ণ জুট মিলস লিঃ	১৯ সপ্তাহ	২ কোটি ২০ লক্ষ	৫ মাস	৭৫ লক্ষ	৫৬ লক্ষ টাকা
আলীম জুট মিলস লিঃ	২৭ সপ্তাহ	২ কোটি ৫১ লক্ষ	৮ মাস	৮৬ লক্ষ	৫৩ লক্ষ টাকা
কার্পেটিং জুট মিলস লিঃ	১৪ সপ্তাহ	১ কোটি ৪ লক্ষ	৪ মাস	৫২ লক্ষ	৩০ লক্ষ টাকা
জে.জে.আই	১৫ সপ্তাহ	২ কোটি ২৫ লক্ষ	৩ মাস	৬৭ লক্ষ	৯১ লক্ষ টাকা
স্টার জুট মিলস লিঃ	১৪ সপ্তাহ	৫ কোটি ২১ লক্ষ	৪ মাস	১ কোটি ১২ লক্ষ	১ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা

টেবিল-২

- ৬/৭ কোথাও ৮ মাস বকেয়া।
- এ সময়ে শ্রমিক কর্মচারীদের পরিবারে চলছিল নিরব দুর্ভিক্ষ।
- প্রতিবাদে খোরা/থালা এবং ঝাড়ু মিছিল হয়েছিল।
- বুভূক্ষ শ্রমিকেরা মহাসড়কে ঈদের নামাজ পড়েছিল।

বর্তমানে উৎপাদনের প্রত্যাশা আর প্রাপ্তির ব্যবধান অনেক ঃ

(২০ এপ্রিল ২০১৫ এর পরিসংখ্যান)

প্রতিষ্ঠানের নাম	তাঁত হেসিয়ান, সেফিং, সি.বি.সি		চালু থাকার হার (%)	স্থায়ী শ্রমিক (কর্মরত) জন	উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তব উৎপাদন	উৎপাদনের হার
	চালু থাকার কথা	চালু ছিল					
ক্রিসেন্ট জুট মিলস লিঃ	১০৬১	৫১৪	৪৮.৪৪%	৩৪৯৬	৮৯.১১ মেঃ টঃ	২৫.০৮ মেঃ টঃ	২৮.১৪%
প্লাটিনাম জুট মিলস লিঃ	৭৮৯	৫৪৬	৬৯.২০%	৩৩৪২	৭১.৫৫ মেঃ টঃ	১২.১০ মেঃ টঃ	১৬.৯১%
পিপল্‌স জুট মিলস লিঃ (খালিশপুর জুট মিল)	৬২০	৪৬৭	৭৫.৭২%	২৭৩৭	৬৫.৯১ মেঃ টঃ	৩১.১২ মেঃ টঃ	৪৭.২১%
ইষ্টার্ণ জুট মিলস লিঃ	২৩৩	১৪৭	৬৯.০৯%	১০৫৭	২৪.০১ মেঃ টঃ	১২.৩৪ মেঃ টঃ	৫১.৩৯%
আলীম জুট মিলস লিঃ	২০৬	৬০	২৯.১২%	৫৫৩	১৮.৮২ মেঃ টঃ	০৬.০৪ মেঃ টঃ	৩২.০৯%
কার্পেটিং জুট মিলস লিঃ	৬০ (শুধু সি.বি.সি)	৫২(শুধু সি.বি.সি)	৮৬.৬৬%	৫৯২	৯.৩৫ মেঃ টঃ	০৫.০১ মেঃ টঃ	৫৩.৫৮%
জে.জে.আই	৩৮২	১৯৪	৫০.৭৮%	১২৯৮	৩১.৯৩ মেঃ টঃ	০৭.৭১ মেঃ টঃ	২৪.১৪%
স্টার জুট মিলস লিঃ	৫৫৫	৩৯৫	৭১.১৭%	২১৭৬	৪৫.৪৬ মেঃ টঃ	১২.০৭ মেঃ টঃ	২৬.৫৫%
দৌলতপুর জুট মিলস লিঃ	১৮৫	৬১	৩২.৯৮%	৫১১	১৯.৯২ মেঃ টঃ	০৬.৩৪ মেঃ টঃ	৩১.৮২%

টেবিল-৩

* উৎপাদনের হার গড়ে ৩৪.৫৫%

স্থায়ী-অস্থায়ী এবং দৈনিক ভিত্তিক শ্রমিকের কর্মে নিযুক্তির খতিয়ান (২০/০৪/২০১৫ইং)

প্রতিষ্ঠানের নাম	কর্মরত শ্রমিক		মোট (জন)	হার %	মন্তব্য
	স্থায়ী	অস্থায়ী/দৈনিক			
ক্রিসেন্ট জুট মিলস লিঃ	৩১২৯	৩৬৭	৩৪৯৬	৭৫%	
প্লাটিনাম জুট মিলস লিঃ	২৯১৫	৪২৭	৩৩৪২	৮৪%	
পিপল্‌স জুট মিলস লিঃ (খালিশপুর জুট মিল)	-	২৭৩৭	২৭৩৭	১০০%	সব অস্থায়ী এবং যা কর্মে নিযুক্ত তাকে সর্বোচ্চ অর্জন ধরা হয়।
ইষ্টার্ণ জুট মিলস লিঃ	৯৫৯	৭০	১০২৯	৮৪%	
আলীম জুট মিলস লিঃ	৫৫০	৩৪	৫৮৪	৬৫%	
কার্পেটিং জুট মিলস লিঃ	৩৪৩	২৪৯	৫৯২	৯৬.৮৯%	
জে.জে.আই	১০০৮	২৯০	১২৯৮	৭১%	
স্টার জুট মিলস লিঃ	১৭৮৯	৩৮৭	২১৭৬	৭৪%	
দৌলতপুর জুট মিলস লিঃ	-	৫১১	৫১১	১০০%	সব অস্থায়ী এবং যা কর্মে নিযুক্ত তাকে সর্বোচ্চ অর্জন ধরা হয়।

টেবিল-৪

- এখানে শতকরা হিসাব হলো স্থায়ী, অস্থায়ী/দৈনিক ভিতিক যে শ্রমশক্তি কর্মে নিযুক্ত থাকার কথা ছিল বাস্তবে তার কত ভাগ নিযুক্ত ছিল সেই হার। (কাঁচামাল, যন্ত্রাংশ নষ্ট ইত্যাদির কারণে কর্মে নিযুক্ত হতে পারেনি)

উপকরণ (পাট) মজুদ/ক্রয়ের বাস্তব অবস্থা ঃ

প্রতিষ্ঠানের নাম	০১/০৭/২০১৪ থেকে ৩০/০৬/২০১৫ পর্যন্ত পাট ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা	দৈনিক পাটের চাহিদা	আজকের আমদানী (২০/০৪/২০১৫) (কুইন্টাল)	০১/০৭/২০১৪ থেকে ২০/০৪/২০১৪ পর্যন্ত সর্বমোট ক্রয়	অর্জিত হার (ক্রয়ের হার)	২০/০৪/২০১৫ পর্যন্ত মজুত					
						মিল ঘাট		ক্রয় কেন্দ্র		সর্বমোট	
						পরিমান (কুইন্টাল)	কভারেজ (কত দিন)	পরিমান (কুইন্টাল)	কভারেজ (কত দিন)	পরিমান (কুইন্টাল)	কভারেজ (কত দিন)
ক্রিসেন্ট জুট মিলস লিঃ	২৭,৯,৪৫৮ কুইনটাল	৯৩৬ কুইনটাল	৮০	৭১,৫৪৩	২৬%	৪,২৩৫	৫	১,২৭৬	১	৫,৫১১	৬
প্লাটিনাম জুট মিলস লিঃ	২১,৭,৪৬৮ কুইনটাল	৭৫১ কুইনটাল	-	৫২,০০৫	২৪%	৩,৭৮৫	৫	১,৬৭৯	২	৫,৪৬৪	৭
পিপল্‌স জুট মিলস লিঃ (খালিশপুর জুট মিল)	১৯,৮,৫২৯ কুইনটাল	৬৯২ কুইনটাল	-	৮৬,৩৭৭	৪৩%	১৬,৬৪৫	২৪	৩,০৩৭	৪	১৯,৭১৮	২৮
ইষ্টার্ণ জুট মিলস লিঃ	৭১,৩২৭ কুইনটাল	২৫২ কুইনটাল	১৬০	২৪,২৭৫	৩৪%	১,৮১১	৭	৭২১	৩	২,৫৩২	১০
আলীম জুট মিলস লিঃ	৫৭,২৯৫ কুইনটাল	১৯৮ কুইনটাল	-	১১,৮৩৮	২০%	-	-	-	-	-	-
কার্পেটিং জুট মিলস লিঃ	৩১,৩৭২ কুইনটাল	১১২ কুইনটাল	-	২২,২৯০	৭১%	১,৪৭৯	৫	৭৩	১	১,৫৫২	৬
জে.জে.আই	৯৮,৭৬৯ কুইনটাল	৩৩৫ কুইনটাল	-	২৬,২০০	২৭%	১,৭৯৭	৫	৪৪০	১	২,২৩৭	৬
স্টার জুট মিলস লিঃ	১,৩৮,০২৬ কুইনটাল	৪৭৭ কুইনটাল	-	৩২,০১৯	২৩%	৪,৭৪০	১০	২,৫২৮	৫	৭,২৬৮	১৫
দৌলতপুর জুট মিলস লিঃ	৬১,১৮৯ কুইনটাল	২০৯ কুইনটাল	-	১৭,৭৫০	২৯%	৬৪৬	৩	৫৬১	৩	১,২০৭	৬

টেবিল-৫

- খুলনা অঞ্চলের মিলে পাট মজুদের অবস্থা হতাশাব্যাঞ্জক

ঢাকা-চট্টগ্রাম অঞ্চলের বি জে এম সির জুট মিলের পাট মজুত/ক্রয় পরিস্থিতির খতিয়ান (এপ্রিল ২০১৪ সময়ে হিসাব)

অঞ্চল	প্রতিষ্ঠানের নাম	পাট মজুদের পরিমান (দিন)
চট্টগ্রাম	আমীন জুট মিলস্ লিঃ	৫ দিন
চট্টগ্রাম	হাফিজ জুট মিলস্ লিঃ	৩১ দিন
চট্টগ্রাম	এম. এম জুট মিলস্ লিঃ	১৭ দিন
চট্টগ্রাম	বি. ডি. সি. এফ লিঃ	৩২ দিন
চট্টগ্রাম	গুল আম্মেদ জুট মিলস্ লিঃ	১৫ দিন
চট্টগ্রাম	আর আর জুট মিলস্ লিঃ	৪১দন
ঢাকা	বাংলাদেশ জুট মিলস্ লিঃ	২৮ দিন
ঢাকা	জাতীয় জুট জুট মিলস্ লিঃ	২২ দিন
ঢাকা	করিম জুট মিলস্ লিঃ	২২ দিন
ঢাকা	লতিফ বাওয়ানী জুট মিলস্ লিঃ	৬৪ দিন
ঢাকা	রাজশাহী জুট মিলস্ লিঃ	৫০ দিন
ঢাকা	ইউ. এম. সি জুট মিলস্ লিঃ	৪২ দিন

- খূলনা এবং চট্টগ্রামের তুলনায় ঢাকা অঞ্চলের ২/১ টি মিলের পণ্য স্থানীয় বাজারে বিক্রির আয় থেকে কখনো কখনো পাট ক্রয় করেন।

মজুরী এবং জীবন জীবিকা ঃ

একজন শ্রমিকের মজুরী প্রচলিত বাজার ব্যবস্থা মুদ্রাস্ফীতির সাথে সমন্বয়হীন হলে জীবন-জীবিকা সংকটাপন্ন হয়। মজুরীর সাথে উৎপাদনশীলতা এবং জীবন-জীবিকার সম্পর্ক বিদ্যমান। মজুরী কম হলে জীবন-জীবিকার সংকট বাড়ে। কতগুলো সূচকের সাহায্যে বিষয়টি দেখানো যায়।

মজুরীর অবস্থা	ক্যালরি হিসাবে খাদ্য গ্রহণ	শিক্ষার প্রবণতা	ক্রয় ক্ষমতা	চিকিৎসা সেবা	পোশাক পরিচ্ছদ	জীবন জীবিকার ঝুঁকি	সঞ্চয় প্রবণতা	ভোগ প্রবণতা	অপরাধ প্রবণতা
মজুরী কম/বকেয়া	নিম্নমূখী	নিম্নমূখী	কমবে	কমবে	কমবে	বাড়বে	নিম্নমূখী	নিম্নমূখী	বাড়বে
সঠিক মজুরী/নিয়মিত মজুরী	স্বাভাবিক	উর্ধ্বমূখী	বাড়বে	স্বাভাবিক	স্বাভাবিক	কমবে	উর্ধ্বমূখী	উর্ধ্বমূখী	কমবে

মজুরী - উৎপাদনশীলতা- রপ্তানী- জীবন-জীবিকা একটি চক্রাকার প্রবাহ

মিলের শ্রমিকদের মজুরী কম বা না পাওয়া (বকেয়া) থাকার কারণে উৎপাদনশীলতা নিম্নমূখী। উৎপাদন কমার ফলে পাটজাত পণ্যের রপ্তানী কম হবে। রপ্তানী কমের কারণে রপ্তানী আয় কমবে, মিলের স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হবে। শ্রমিকদের জীবন জীবিকা সংকটাপন্ন হবে। শ্রমিকেরা উৎপাদনে আগ্রহ হারাবে এবং উৎপাদন ব্যয় বাড়বে। এটি একটি চক্রাকার প্রবাহের মত আবর্তিত হবে।

বকেয়া মজুরী ——▶ শ্রমিক অসন্তোষ ——▶ নিম্ন উৎপাদন ——▶ কম রপ্তানী ——▶ কম আয় ——▶ জীবন জীবিকার সংকট ——▶ উৎপাদনে অনাগ্রহ ——▶ উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি ——▶ বকেয়া মজুরি।

খুলনা অঞ্চলের রাষ্ট্রয়াত্ব ৮টি জুট মিলের সংকটের কারণে আর্থ-সামাজিক প্রভাব ঃ

পাট শিল্প এবং কৃষি অর্থনীতি বিশেষ করে, পাট চাষীদের উপর প্রভাব ঃ

মূলত পাট শিল্পের কাচাঁ মাল হলো পাট। এ পাটকে বাংলাদেশের সোনালী আঁশ বলা হত। এখন বলা হয় সোনালী আঁশ কৃষকের গলার ফাঁস। কারণ, পাট শিল্প শ্রমিকদের অসন্তোষসহ অন্যন্য কারণে পাট শিল্প ধ্বংস হচ্ছে। ফলে অভ্যন্তরিণভাবে পাটের চাহিদা কমছে। পাটের উৎপাদনও হ্রাস পাচ্ছে।

পাট চাষীরা পেশা পরিবর্তন করতে বাধ্য হচ্ছে। কৃষি অর্থনীতিতে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। নিম্নে পাট চাষাধীন জমি এবং উৎপাদনের পরিমাণ দেখান হল।

অর্থকরী ফসল	জমির পরিমাণ	উৎপাদনের পরিমাণ
পাট	১১ লক্ষ ২৮ হাজার একর	৮ লক্ষ ৫৯ হাজার মে.টন
চা	১ লক্ষ ২০ হাজার একর	৫৭ হাজার মে.টন
আখ	৪ লক্ষ ২ হাজার একর	৬৫ লক্ষ ২ হাজার মে.টন
তুলা	৫ হাজার একর	৫ হাজার মে.টন
তামাক	৭৫ হাজার একর	৩৮ হাজার মে.টন

৯টি পাট কলের শ্রমিকদের মজুরী এবং স্থানীয় বাজারে এর প্রভাব ঃ

প্রকৃতপক্ষে খুলনা অঞ্চলের ৯টি পাট কলের উপর নির্ভর করে এ অঞ্চলে কতগুলো বাজার গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ ৯টি পাট কলের সাথে প্রত্যক্ষভাবে শ্রমিকদের জীবন জীবিকা যুক্ত হলেও পরোক্ষভাবে এ অঞ্চলের ব্যবসা বাণিজ্য, পরিবহণ ও সেবা খাত সর্বোপরি, কৃষি পণ্য ও তার বাজার সম্প্রসারিত হয়। শ্রমিকরা মজুরী না পেলে তাদের ক্রয় ক্ষমতা কমে এবং অন্যান্য খাতের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। উল্লেখ্য, শিল্প নগরী খুলনার প্রাণ খালিশপুর এখন এক নিরব নিথর অন্ধকার নগরী।

কেস স্টাডিঃ-

শ্রমিকের নামঃ কওসার বিশ্বাস (৪০)
পিতার নামঃ ইব্রাহিম বিশ্বাস
নারায়নপুর, চৌগাছা, যশোর।

কাওসার আলীম জুট মিলের একজন স্থায়ী শ্রমিক। ১৯৯৪ সালে এ মিলে বদলি শ্রমিক হিসেবে কাজ শুরু করে এবং তিন বছর পর স্থায়ী হয়। এখন সে চাকুরি হারা। এক ছেলে এবং দুই মেয়ে স্কুলে পড়ে। নিজের বাড়ী না থাকায় ভাড়া বাড়ীতে থাকে। বর্তমানে পেশা পরিবর্তন করে দিন মজুর হিসেবে ১৭০-২০০ টাকা আয় করে। দিনমজুরের কাজও প্রতিদিন জোটেনা। মিলের বকেয়া পাওনাও পায়নি। এ অবস্থায় অর্ধাহারে অনাহারে পরিবার-পরিজন নিয়ে দিনাতিপাত করছে।

চাকুরিরত ও চাকুরিচ্যুত শ্রমিকদের অবস্থার তুলনা মুলক চিত্র

	খাদ্য গ্রহন (ক্যালরি)	কাজের নিশ্চয়তা	শিক্ষা	ক্রয় ক্ষমতা	স্বাস্থ্য	সামাজিক মর্যদা	সামাজিক সম্পর্ক	জীবন জীবিকার ঝুঁকি	গ্রামীণ শ্রম বাজারে চাপ	শহরের শ্রম বাজারে চাপ	অপরাধ প্রবণতা	ভোগ প্রবণতা	সঞ্চয় প্রবণতা
চাকুরিরত অবস্থা	১৭০০	৮০%	৯৫%	৮০%	৮০%	৮০%	৯০%	২০%	৬০%	৬২%	৫৫%	৭৫%	১০%
চাকুরিচ্যুত অবস্থা	১৪০০	৫০%	৫০%	৬০%	৪০%	৩০%	৩০%	৮০%	৮০%	৭৮%	৮০%	৫০%	০০%

টেবিল-৬

- মিল বন্ধের পর দেখা যায় খাদ্য গ্রহণ, কাজের নিশ্চয়তা, ক্রয় ক্ষমতা কমেছে। জীবন জীবিকার ঝুঁকি, গ্রামীন ও শহরে শ্রম বাজারে চাপ, অপরাধ প্রবণতা বেড়েছে।

পাটখাতে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ক্রমহ্রাসমান

স্বাধীনতার পরবর্তীতে ৭৮টি জুটমিল পরিচালনার জন্য বি জে এম সি দায়নেয় । ১৯৭৭ থেকে ১৯৮৬ এর মধ্যে ৪৪টি বেসরকারী খাতে ছেড়ে দেয়া হয় এবং একীভূত করা হয়। ফলে বি জে এম সির অধীন পাটকল দাঁড়াল ৩৮টি। ১৯৯৩ সালে বিশ্বব্যংকের পাটখাতে সংস্কার কর্মসূচীর ফলে ১১ টি বন্ধ/বিক্রি ও একীভূত করা হয়। সংখ্যা দাঁড়ায় ২৭ এ। বর্তমানে চালু আছে ২২টি। অবশ্য, বি জে এম সি নিয়ন্ত্রিত পাট কল এবং সহায়ক কারখানা ঢাকা অঞ্চলে ৬ টি, চট্টগ্রাম অঞ্চলে ১০ টি, খুলনা অঞ্চলে ৯ টি।

রাষ্ট্রায়াত্ত পাটকল শ্রমিক/কর্মচারীদের প্রস্তাবিত দাবী, কর্মসূচী ও এর অভিঘাত ঃ

(জুলাই ২০১৪ তে উত্থাপিত-দাবী/সুপারিশ, কর্মসূচী এবং অভিঘাত)

দাবী সমূহ

১. বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন (বিজেএমসি) কে হোল্ডিং কোম্পানীতে এবং এর অধীনস্থ মিলসমূহকে সাবসিডিয়ারি কোম্পানীতে রূপান্তরের সিদ্ধান্ত বাতিল করতে হবে।

২. সরকারিভাবে পাটকে কৃষি পণ্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করে শিল্পনীতি ২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণীত শিল্পনীতি অনুযায়ী দেশের বৃহত্তম পাটপণ্য উৎপাদনকারী ও রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিজেএমসির ক্ষেত্রে ২০% ভূর্তকি প্রদান বাস্তবায়ন করতে হবে।

৩. বিজেএমসির আর্থিক দৈন্যতা দূর করার লক্ষ্যে পাট পণ্যের বাধ্যতামূলক মোড়কীকরণ আইন ২০১০ অবিলম্বে বাস্তবায়ন করতে হবে।

৪. পঞ্চাশ দশকে স্থাপিত মিলগুলোর উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মিলগুলোকে বিএমআরই করার জন্য জরুরী ভিত্তিতে অর্থায়ন করতে হবে।

৫. সরাসরি বৈদেশিক বিক্রির উপর বিদ্যমান ১০% সাবসিডি আদায়ের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের জন্য সরকার কর্তৃক ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।

৬. সরাসরি বৈদেশিক বিক্রির উপর প্রাপ্য ডিউটি-ড্র ব্যাক বিজেএমসি কর্তৃক আদান সহজি-করণ করার জন্য ডেডো অফিসকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।

৭. ১০০% রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিজেএমসির মিলসমূহকে স্বল্প সুদে ঋণ নেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৮. প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের মাধ্যমে সরকার কর্তক বিক্রিত মিলগুলোই বিক্রয়লব্ধ অর্থ বিজেএমসিকে ফেরত দিতে হবে।

৯. সরকার কর্তৃক বেপজাকে হস্তান্তরিত আদমজী জুটমিল বাবদ প্রাপ্য অর্থ বিজেএমসিকে ফেরত দিতে হবে।

১০. শ্রমিকদের জন্য সরকার ঘোষিত ২০% মহার্ঘ্য ভাতা অবিলম্বে চালু করতে হবে।

(কর্মসূচী)	(অভিঘাত)
১. ০২/০৭/২০১৪ ইং তারিখ থেকে ০৫/০৭/২০১৪ ইং তারিখ পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ১০.০০ ঘটিকায় গেট সভা করে ২ (দুই) ঘন্টা বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হবে। **২. ০৬/০৭/২০১৪ ইং তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকা রাজপথে ১ (এক) ঘন্টা মানব বন্ধন অনুষ্ঠিত হবে।** **৩. ০৭/০৭/২০১৪ ইং তারিখ সকার ১০.০০ ঘটিকা মিলের প্রধান কার্যালয় ২ (দুই) ঘন্টা ঘেরাও করা হবে।** **৪. ০৮/০৭/২০১৪ ইং তারিখ সকাল ১০.০০ থেকে সকাল ১১.০০ ঘটিকা পর্যন্ত ১ (এক) ঘন্টা রাজপথ অবরোধ করা হবে।** **৫. ০৯/০৭/২০১৪ ইং তারিখ সকাল ১০.০০ থেকে দুপুর ২.০০ ঘটিকা পর্যন্ত মিলের প্রধান কার্যালয়ের সম্মুখে অনশন কর্মসূচী পালন করা হবে।** **এরই মধ্যে ২৫/০৬/২০১৪ ইং তারিখ থেকে ০১/০৭/২০১৪ ইং তারিখ পর্যন্ত প্রত্যেক মিলে দাবী আদায়ের স্বপক্ষে বিক্ষোভ মিছিল অব্যাহত থাকবে এবং ২৬/০৬/২০১৪ ইং তারিখ রাষ্ট্রায়াত্ব পাটকল অবস্থিত এমন জেলাগুলোর ডিসি সাহেবকে স্মারকলিপি প্রদান করা হবে একই সাথে মাননীয় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী মহোদয়কে ফ্যাক্স যোগে স্মারকলিপি প্রদান করা হবে।**	• **শ্রমিক অসন্তোষ।** • **উৎপাদন ব্যাহত।** • **সামাজিক বিশৃংখলা।** • **শ্রম অপচয়।** • **প্রশাসনিক সংকট।** • **পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বাধাগ্রস্ত।** • **রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা।**

২৪ মার্চ ২০১৫ তে উত্থাপিত দাবী/সুপারিশ, কর্মসূচী এবং অভিঘাত

দাবী সমূহ

১। (ক) পাটের অভাবে প্রত্যেকটি মিলে উৎপাদন সর্বনিম্ন পর্যায়ে ফলে, অবিলম্বে মিলগুলিকে পূর্ণাঙ্গ উৎপাদনমুখী করার জন্য পাটক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ছাড় নিতে হবে এবং ভবিষ্যতে কৃষক ও পাটকল উভয়ের সুবিধার্থে পাট মৌসুমে বাজার দরে মান সম্পন্ন কাঁচাপাট ক্রয়ের ব্যবস্থা করে; পাট ক্রয় ও পণ্য বিক্রয়ের সর্ব পর্যায়ে দুর্নীতি কঠোর হস্তে দমন করতে হবে। সাথে সাথে খরচ কমানোর লক্ষ্যে অপ্রয়োজনীয় ও ব্যয়বহুল পাটক্রয় কেন্দ্র বাতিল করতে হবে।

(খ) পাট পণ্যের দেশীয় বাজার সুরক্ষা ও সম্প্রসারণের জন্য প্রণীত আইন ২০০২ ও ম্যান্ডেটরী প্যাকেজিং এ্যাক্ট- ২০১০ অবিলম্বে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং পাট পণ্য বহুধাকরণ করে; বিদেশী বাজার সম্প্রসারণ করতে হবে।

(গ) সরকারীভাবে পাটকে কৃষিপণ্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে শিল্পনীতি ২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণীত শিল্পনীতি অনুযায়ী পাটশিল্পকে কৃষিভিত্তিক শিল্প হিসাবে গণ্য করে; ২০% বিশেষ আর্থিক সুবিধা প্রদান করতে হবে।

(ঘ) উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে অবিলম্বে মিলগুলিকে বিএমআরই করতে হবে।

২। (ক) পে-কমিশন বোর্ড গঠনের ন্যায় অবিলম্বে রাষ্ট্রায়াত্ত শিল্পে শ্রমিকদের জন্য মজুরী কমিশন বোর্ড গঠন করে: একই দিন ও একই তারিখ হতে তা ঘোষণা ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

(খ) ১লা জুলাই ২০১৩ তে ঘোষিত ২০% মহার্ঘ্য ভাতা, যা সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীসহ বিভিন্ন সেক্টর কর্পোরেশনে বাস্তবায়িত হয়েছে তা অবিলম্বে ঐ তারিখ হতে রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলের শ্রমিকদের জন্য এরিয়ারসহ বাস্তবায়ন করতে হবে।

(গ) পাট/কাঁচামালসহ অন্যান্য কারণে দীর্ঘদিন যাবত উৎপাদন বিভাগের শ্রমিকদের মজুরী কম দেয়া হচ্ছে যা আইন সিদ্ধ নয়; ফলে আইন অনুযায়ী ঐ সব শ্রমিকদের বকেয়াসহ মিনিমাম ওয়েজ প্রদান করতে হবে।

(ঘ) আলীম জুট মিলকে ব্যক্তি মালিকানায় হস্তান্তর বন্ধ করতে হবে এবং দি ক্রিসেন্ট জুট মিলস্ কোম্পানী লিমিটেডসহ যে সকল মিলে শ্রমিকদের চাকুরীর নথিতে মনগড়া বয়স লেখা হয়েছে তা অবিলম্বে বাতিল করত; ডাক্তারী পরীক্ষার মাধ্যমে বয়স নির্ধারণ করতে হবে।

(ঙ) সরকারের ইতিবাচক সিদ্ধান্তে খালিশপুর, দৌলতপুর, জাতীয় জুট মিল ও কর্ণফুলি জুট মিল বিজেএমসি এর পরিচালনায় চালু হয়েছে। চালুকৃত মিলগুলির শ্রমিকদের বিজেএমসি এর অন্যান্য মিলের শ্রমিকদের মতো জ্যৈষ্ঠতার ভিত্তিতে স্থায়ীকরণসহ প্রাপ্যদি প্রদান করতে হবে।

৩। (ক) বিজেএমসির প্রধান ও আঞ্চলিক কার্যালয়ের কর্মকর্তা কর্মচারী ও মিল সমূহের কর্মকর্তাদের মনে মিল গুলোর কর্মচারীদের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ বাস্তবায়ন অনুবিভাগ স্মারক নং-০৭০০০০০০(১৬১)০৭০০০০০১৩-৩০১, তারিখ: ৩০/১২/১৩ মোতাবেক চজখ ও খটগচ এৎধহঃ সুবিধা অবিলম্বে বাস্তবায়ন করতে হবে।

(খ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অর্থ মন্ত্রণালয় অর্থ বিভাগ বাস্তবায়ন ও প্রবিধি অনুলিপি বাস্তবায়ন শাখা-১, সূত্র নং-অর্থ/অধি(বাস্ত-১) বিবিধ ৫৯৫/২৩০ তারিখ ১৯/১১/১৯৯৫ অনুযায়ী প্রাপ্য

আনুতোষিক সুবিধা ২.৮৩ যাহা পরবর্তীতে সুপ্রিম-কোর্টের রায়ের আলোকে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন সূত্র নং-এডিএম/এস.এফ.৯/(১৫)/১২৭, তারিখ-৭/২/২০১৩ এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন হয়েছে। অনুরূপ সুবিধা পাটকল কর্পোরেশনে অবিলম্বে বাস্তবায়ন করতে হবে।

(গ) মিলের যে সব শিক্ষিত শ্রমিক দ্বারা শ্রমিক মজুরীতে কর্মচারীর দায়িত্ব পালন করে হচ্ছে তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে কর্মচারী হিসেবে সমন্বয়/নিয়োগ করে; পূর্বের মতো ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ পদ্ধতি ও ক্ষমতা মিল প্রশাসনের নিকট ন্যস্ত করতে হবে।

৪। (ক) ১লা জুলাই ২০০৯ থেকে চাকুরীচ্যুত শ্রমিক কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের ন্যায় সংগত পাওনা পিএফ গ্রাচুয়েটির টাকা না পেয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছে। অবিলম্বে তাদের পাওনা পরিশোধ করতে হবে।

(খ) যে সব মিল কর্তৃপক্ষ পিএফ থেকে কোটি কোটি টাকা লোন হিসাবে উত্তোলন করেছে/স্বয়ংক্রিয়ভাবে কোটি কোটি টাকা কর্তৃপক্ষের ফান্ডে জমা হয়েছে অবিলম্বে সদস্যদের মধ্যে ঐ সব টাকার লভ্যাংশ প্রদান করে; সমুদয় অর্থ স্ব স্ব ফান্ডে ফেরৎ দিতে হবে।

(গ) মজুরী কমিশন গেজেট ২০১৩ অনুযায়ী শ্রমিকদের পাওনা অবাস্তবায়িত সুবিধাগুলো অবিলম্বে বাস্তবায়ন করতে হবে।

৫। (ক) মিলে কর্মরত অবস্থায় কোন শ্রমিক/কর্মচারী মারা গেলে মৃত্যুবীমা অনুযায়ী ৩৬ মাসের মূল মজুরীর সমপরিমান অর্থ পাওয়ার নিয়ম থাকলেও তা বৈষম্য আকারে প্রদান করা হয়। ফলে, এ অনিয়ম দূর করত: সবাইকে প্রাপ্য ৩৬ মাসের মূলমজুরীর সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করা এবং টি.বি ছুটি পূর্বের ন্যায় ৯ মাসের স্ব-বেতনে প্রদান করতে হবে।

(খ) মিল সমূহের সেট-আপ সংশোধন করে; জৈষ্ঠতার ভিত্তিতে বদলী শ্রমিক স্থায়ী করতে হবে।

(গ) পাট শিল্পের ভবিষ্যৎ সুরক্ষা দেয়া এবং ব্যাংকিং সর্বোচ্চ সুবিধা পাওয়ার লক্ষ্যে বিজেএমসি এবং এর অধিনস্থ মিলগুলোর সম্পদ ও পরিসম্পদের পূর্ণমূল্যায়ন করতে হবে।

(কর্মসূচী)	(অভিঘাত)
১. ০৫/০৪/২০১৫ ইং রোজ রবিবার সকাল ১০:০০ ঘটিকায় দাবী নামার স্বপক্ষে সব রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলে একযোগে গেট সভা করা হবে। ১. ০৭/০৪/২০১৫ ইং রোজ মঙ্গলবার সকাল ১০:০০ ঘটিকায় রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল অবস্থিত এমন জেলাগুলোর জেলা প্রশাসককে স্মারকলিপি প্রদান করা হবে। ২. ০৮/০৪/২০১৫ ইং বুধবার শিফটে শিফটে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হবে। ৩. ১০/০৪/২০১৫ ইং রোজ শুক্রবার বিকাল ৪.০০ ঘটিকায় সব শিল্প এলাকায় পেশাজীবীদের সাথে মত বিনিময় করা হবে। ৪. ১২/০৪/২০১৫ ইং রোজ রবিবার সকাল ১০ টা থেকে সকর ১১ টা প্রত্যেক মিলের প্রধান কার্যালয়ের সামনে অবস্থান করেঃ বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হবে্ ৫. ১৫/০৪/২০১৫ ইং রোজ মঙ্গলবার সকার ১০.০০ থেকে ১১.০০ টা এক ঘন্টা রাজপথে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হবে। ৬. ১৭/০৪/২০১৫ ইং রোজ শুক্রবার বিকাল ৪.০০ ঘটিকায় সকল শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক জনসভা অনুষ্ঠিত হবে। ৭. ১৯/০৪/২০১৫ ইং রোজ রবিবার সকাল ১০ টা থেকে সকাল ১১ টা এক ঘন্টা রাজপথে বুকে লাল ব্যাজ ধারন করেঃ বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হবে। ৮. ২১/০৪/২০১৫ ও ২২/০৪/২০১৫ ইং রোজ মঙ্গল ও বুধবার শিফটে শিফটে মিছিল অনুষ্ঠিত হবে। ৯. ২৪/০৪/২০১৫ ইং রোজ শুক্রবার বিকাল ৪.০০ ঘটিকায় বৃহৎ শিল্প এলাকায় জনসভার মাধ্যমে পরবর্তী কর্মসূচী ঘোষণা করা হবে।	• শ্রমিক অসন্তোষ। • উৎপাদন ব্যাহত। • সামাজিক বিশৃংখলা। • শ্রম অপচয়। • প্রশাসনিক সংকট। • পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বাধা গ্রস্থ। • রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা।

পাটকল গুলোর এ অবস্থার কারণ ঃ

- ম্যান্ডেটরি প্যাকেজিং অ্যাক্ট ২০১০ বাস্তবায়ন না হওয়া।
- আন্তর্জাতিক বাজারে পেমেন্ট সিস্টেমের জটিলতা। (বিশেষ করে আফ্রিকার দেশে)
- নাইজেরিয়া, মালি, ঘানা সহ কিছু দেশে চাহিদা থাকলেও মূল্য (টাকা) পাওয়ার ঝুঁকির সম্ভাবনা থাকায় রপ্তানী না করা।
- কখনো কখনো আন্তর্জাতিক বাজারে হঠাৎ চাহিদার তুলনায় যোগান কম হওয়ায় আস্থার সংকট।
- অত্যন্ত নিম্ন মানের পাট ক্রয়।
- সঠিক সময়ে পাট ক্রয়ের টাকা ছাড় না হওয়া।
- প্রায় অনুপোযুক্ত যন্ত্রপাতি দ্বারা উৎপাদনের চেষ্টা।
- সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার অভাব।
- সমন্বিত কৃষি ও শিল্প নীতির অভাব।
- ব্যবস্থাপনার ত্রুটি।
- সঠিক সময়ে উপকরণ সরবরাহের অভাব।
- শক্তি সম্পদের অভাব।

- উৎপাদন ব্যায় বৃদ্ধি।
- শ্রমিক অসন্তোষ।
- উৎপাদিত পন্যের নিম্নমান।
- বাজার সংকুচিত।
- পাটের বিকল্প পণ্যের ব্যবহার।
- যন্ত্রপাতির আধুনিকায়নের অভাব।
- লুটপাট ও সর্বগ্রাসী দুর্নীতি।

সৃষ্ট সমস্যা

- রাজস্ব আয় কমেছে।
- বৈদেশিক মুদ্রার উপর নেতিবাচক প্রভাব।
- জীবন-জীবিকার ঝুঁকি বেড়েছে।
- শ্রমিকদের ক্রয় ক্ষমতা কমেছে।
- ব্যবসা বাণিজ্যে মন্দা।
- কর্মের নিশ্চয়তা কমেছে।
- সঞ্চয় প্রবণতা কম।
- ভোগ প্রবণতা কম।
- বেকারত্ব বেড়েছে।
- শিক্ষার হার কমেছে।
- পুষ্টি হীনতা।
- কাপড়ের ব্যবহার কমেছে।
- সামাজিক সম্পর্কের অবনতি।
- অপরাধ প্রবণতা বেড়েছে।
- পরনির্ভরশীলতা বেড়েছে।

সম্ভাবনা

- আন্তর্জাতিক বাজারে পাট পণ্যের চাহিদা বেড়েছে। কার্পেট ব্যাকিং ক্লথ (সি. বি. সি)
- ম্যান্ডেটরি প্যাকেজিং অ্যাক্ট ২০১০ বাস্তবায়নের জন্য সরকারী উদ্দ্যোগ শুরু হয়েছে।
- সরকারী খাদ্য গুদাম গুলোতে ধান/চাল সংরক্ষণের জন্য পাটের বস্তার ব্যবহার বেড়েছে। (উল্লেখ্য, গত বছর খাদ্য গুদামগুলো বি. জে. এম. সি থেকে সোয়া ৩ কোটি পাটের বস্তা কিনেছে)।
- হেসিয়ান ক্লাথ যা সাম্প্রতি কনস্ট্রাকশন কাজে নিরাপত্তা উপকরণ হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে।
- বুয়েট উদ্ভাবিত প্রযুক্তি "সয়েল সেভার" মাটি ক্ষয় রোধের চটের ব্যবহার বেড়েছে। (সওজ এবং এলজিইডিতে)

- পানি উন্নয়ন বোর্ডের নদী ভাঙ্গন রোধে সয়েল সেভার হিসেবে চটের ব্যবহার।
- পাট শিল্প এখন বস্তা, চট, দড়ি থেকে বেরিয়ে আকর্ষনীয় কার্পেট কারুকার্যসমৃদ্ধ জুট ম্যাট বিশ্বের বাজারে প্রবেশ করেছে।
- নতুন নতুন বাজার সম্প্রাসারিত হয়েছে।

সুপারিশসমূহ

- ম্যান্ডেটরি প্যাকেজিং অ্যাক্ট ২০১০ কার্যকরি করা।
- সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় পাট শিল্পকে বাঁচানোর উদ্যোগ নিতে হবে।
- সময়োপযোগী পাট ও পাট শিল্প নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
- ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও সি, বি, এ এর দূর্নীতি রোধ।
- শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করে শ্রমিক অসন্তোষ কমানো।
- সঠিক সময়ে ভাল মানের উপকরণ সরবরাহ।
- উৎপাদন ব্যয় কমানোর জন্য যন্ত্রপাতি ও উৎপাদন প্রযুক্তির আধুনিকায়ন।
- পণ্যের গুনগত মান বৃদ্ধি।
- আন্তর্জাতিক বাজার অনুসন্ধান
- শক্তি সম্পদ বিশেষ করে, বিদ্যুতের নিশ্চয়তা বিধান
- বেসরকারী চাতাল মালিকদের পাটের বস্তা ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। (এতে প্রতি বছর ৫০ কোটি বস্তা যোগানের প্রয়োজন হবে)।

উপসংহার

বিগত শতাব্দির ৬০ এর দশকে গড়ে ওঠা পাট শিল্প স্বাধীনতাত্তোর জাতীয়করণ করা হয়। প্রত্যাশা ছিল, এ শিল্প বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোকে বিকশিত করবে। ১৯১৩-১৪ অর্থ বছরে ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত বি.জে.এম.সির আওতাভূক্ত পাটজাত পণ্যের রপ্তানীর পরিমাণ ০.৪৫ লক্ষ মেট্রিক টন ও রপ্তনী আয় ৩৩৭.১৪ কোটি টাকা ২০১২-১৩ অর্থ বছরে পাটজাত পণ্যের রপ্তানীর পরিমাণ ও আয় ছিল যথাক্রমে ১.৭৭ লক্ষ মেট্রিক টন ও ১,৩৬৩.১৮ কোটি টাকা। বিগত প্রায় দেড়যুগ এ শিল্প মৌলিক কতকগুলো সংকটের আবর্তে নিপাতিত। ফলশ্রুতিতে লেগে আছে শ্রমিক অসন্তোষ আর আন্দোলন।সৃষ্টি হচ্ছে সামাজিক সমস্যা ব্যাহত হচ্ছে উৎপাদন, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে জাতীয় অর্থনীতি। এ অবস্থার অবসান জরুরী। রাষ্ট্রকেই এ দায়িত্ব নিতে হবে। জনগণকে উদ্যোগী হতে হবে, সে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবার জন্য। যে রাষ্ট্র শুধু পাট শিল্প নয়, সমস্ত শিল্প পরিকাঠামোকে সামগ্রিকভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করবে। যে আকাঙ্খায় মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল। যে প্রত্যাশায় স্বাধীনতাত্তোর এ শিল্পকে জাতীয়করণ করা হয়েছিল। তার জন্য চাই পুনঃভাবনা, পুনঃসংগ্রাম।

তথ্য সূত্র

- বাংলাদেশের প্রধান অর্থকারী ফসল পাটের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ড. মোয়াজ্জেম হোসেন খান।
- বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০০৫।
- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক শোষন, মাহফুজ চৌধুরী।
- Golden handshake to Golden fibre- Khalad Rab
- দৈনিক ইত্তেফাক, ২১/০২/০৭
- দৈনিক পূর্বাঞ্চল, ২২/০৩/০৭
- দৈনিক পূর্বাঞ্চল, ১৭/০৪/০৭ এবং ১৮/০৪/০৭
- দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৯/০৪/০৭
- বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন (বি. জে. এম. সি)
- দৈনিক যুগান্তর, ২৬/০৪/১৪
- বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১৮/০৪/১৫
- বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৪
- পাট সুতা ও বস্ত্রকল শ্রমিক কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদ।
- পাটকল সংগ্রাম পরিষদ।
- জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন বাংলাদেশ।
- বাংলাদেশ রাষ্ট্রায়ত্ব জুট মিলস্ সি. বি. এ- নন সি বি এ ঐক্য পরিষদ।
- কোষ্টাল ডেভেল্পমেন্ট পার্টনারশীপ।
- আই আর ভি খুলনা।